কালের কণ্ঠ

তারিখ ...02 DEC 2013...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

পদ নিতে অস্বীকৃতি

ঢাবিতে পরিবেশ মন্ত্রীর ভাগ্নেকে পেটালেন ছাত্রলীগ নেতারা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ►

পরিবেশ মন্ত্রীর দূরসম্পর্কের ভাগ্নে হওয়ায় দেখে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের শাখা কমিটিতে পদ দিতে চেয়েছিলেন ছাত্রলীগ নেতারা। কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে সেটা ফিরিয়ে দেওয়াটাই হয়ে গেল তৌফিকের অপরাধ। এ কারণে ক্ষুব্ধ জিয়া হলের ছাত্রলীগ নেতারা তুচ্ছ ঘটনার জের ধরে গতকাল রবিবার সকালে হলের ক্যান্টিনের সামনে মারাত্মকভাবে পিটিয়েছেন তৌফিকুল ইসলাম নামের ওই শিক্ষার্থীকে।

আহত তৌফিক আইন বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জিয়া হলের ৩২৫ নম্বর রুমে থাকতেন তিনি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তিনি পরিবেশ ও বনমন্ত্রী হাছান মাহমুদের দূরসম্পর্কের ভাগ্নে। হল সূত্র জানায়, কিছুদিন আগে হল কমিটি ঘোষণার সময় তৌফিককে হলের আইনবিষয়ক সম্পাদক করার প্রস্তাব দেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোতাহের হোসেন প্রিন্স। কিন্তু তৌফিক এ পদ নিতে অস্বীকৃতি জানান। এরই জের ধরে রবিবার সকালে হলের ক্যান্টিনে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রিন্স ও তাঁর কর্মী রিয়াজ, বনী ইয়ামিন, মামুন, রুস্তম, জাবিন, সাকিব, শরীফসহ আট থেকে দশজন তৌফিকের ওপর হামলা চালান। এ সময় তাঁরা তৌফিককে লাঠি, রড, হকিস্টিক, লোহার পাইপ দিয়ে পেটাতে থাকেন। এতে তাঁর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে। পরে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহত তৌফিক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'হল কমিটির পদ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন প্রিন্স। কিন্তু পদ নিতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি আমাকে ভয়ভীতি দেখান। এর জের ধরে সকালে তিনি আমার ওপর হামলা চালিয়েছেন।' এ ঘটনায় প্রক্টরের কাছে লিখিত অভিযোগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। সকালের ঘটনা হলেও এ সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না জানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. আমজাদ আলীর সঙ্গে সন্ধ্যায় যোগাযোগ করা হয়। তিনি বিষয়টি সম্পর্কে জানেন না বলে স্বীকার করেন।

কমিটিতে পদ দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোতাহের হোসেন প্রিন্স বলেন, এক ক্যান্টিনবয়কে মারার কারণে হলের নেতা-কর্মীরা তাঁকে বকাঝকা করেছেন। কিন্তু কোনো মারধরের ঘটনা ঘটেনি।

এর আগেও বিভিন্ন হলে ছাত্রলীগের পদ নিতে না চাওয়ায় শিক্ষার্থীদের মারধরের শিকার হতে হয়েছে।